ভারতীয় অর্থনৈতিক ইতিহাস চর্চায় মার্কসীয় আবেদন: কিছু পর্যালোচনা

অক্রূর সরদার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (এম. ফিল)

পি. এইচ. ডি (প্রেসিডেন্সী বিশ্ববিদ্যালয়)

নানা অন্বেষণ, ব্যাপক বিবিধ বিশ্বাস, রীতি ও আচার এবং ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গির প্রাচুর্য নিয়ে গড়ে ওঠা বিপুল বৈচিত্রের দেশ এই ভারত । ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গির প্রাচুর্যতা ও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় ভারতীয় ইতিহাস চর্চার ধারাতেও । কেননা ইতিহাস পরিবর্তনশীল । সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থাৎ দেশ কাল ভেদে এই ইতিহাস চর্চার ইতিহাস ও পাল্টে যায়, ফলে ইতিহাসের ভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গি গড়ে ওঠে । এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে অগাথা ক্রিস্টির 'The moving finger' নামক রহস্য উপন্যাসের কথা । যেখানে একটি ছোট মেয়ে তার স্কুলের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে উষ্মা প্রকাশ করেছে । তার কাছে মনে হয় স্কুলে অনেক গুলি বাজে জিনিস শেখানোর মধ্যে ইতিহাস হল একটি বিষয় । ছোট মেয়ে টির মনে হয় প্রত্যেক বইতে আলাদা বর্ণনা, যেটা তার কাছে বিরক্তির কারন । অবশ্য এর উত্তরে মেয়ে টির অভিভাবক বলেছিলেন – 'That is its real interest'- সত্যিকারে ইতিহাস চর্চার মজা এখানেই । ইতিহাসের বিশেষত্ব, সীমাহীনতাই এর প্রান । যাই হোক ভারতবর্ষে ইতিহাস অনুসন্ধিৎসার সূচনা হয়ে ছিল ঔপনিবেশিক কাল পর্বে ব্রিটিশ বুদ্ধিজীবীদের হাতধরে । অধ্যাপক রনবীর চক্রবর্তী মনে করেন যে 'ঔপনিবেশিক স্বার্থই যে ইউরোপীয় তথা ব্রিটিশ দের ভারতের অতীত চর্চায় প্রনোদিত করে ছিল, সে বিষয়ে দ্বিমত নেই' [১] তবে প্রাক ঔপনিবেশিক কালপর্বে ভারতীয় ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়বাধা ছিল নির্দিষ্ট কালানুক্রমের অভাব । ফলে ভারতীয় অতিত ইতিহাসের কালগত কাঠামোটি পুনুরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় ইউরোপীয় ঐতিহাসিকেরা ও তাদের অনুকরণে ভারতীয়রা স্বাভাবিকভাবে রাজনৈতিক ইতিহাস চর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন ।ঐতিহাসিক নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিনহা মনে করেন – " এই সময়ে ব্রিটিশ ঐতিহাসিকগন ও রাজনৈতিক ও সামরিক ইতিহাস লিখেছেন । সেযুগে ইতিহাস রচনার এই ধারাই ছিল " ।[২]

অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল দাদাভাই নওরোজি , রমেশ চন্দ্র দত্ত , এম জি রানাডে, এম এন জোশি, জি কে গোখলে, জি এস আয়ার, দিনশাহ ওয়াচা , সখারাম গনেশ দেউস্কর , ভোলানাথ চন্দ্র , ভূদেব মুখপাধ্যায় এবং সর্বোপরি রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ জাতীয়তাবাদী তাত্বিক দের হাত ধরে । বলা বাহুল্য ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদগণ ভারতের অর্থনীতি সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। প্রতিযশা অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ (যিনি মুক্তপন্থা ও অবাধ বাণিজ্য তত্বের প্রবর্তক) ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের কঠোর সমালোচক ছিলেন। এছাড়া কেইন্স, রিকার্ডোর মত ধ্রুপদী অর্থনীতিগণ ব্রিটিশ ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামো নিয়ে বিভিন্ন বিচার বিশ্লেষণ করেছিলেন। বলা যেতে পারে অর্থনীতিবিদদের অনুকরণে ঐতিহাসিকেরাও ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস নিয়ে ব্যাপক চর্চা ও গবেষণা শুরু করেছিলেন। অর্থনৈতিক ইতিহাসের বেশ গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয় বিংশ শতকের প্রথমার্ধে । যেখানে ভারতীয় ও ব্রিটিশ ঐতিহাসিকেরা গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা নিয়েছিল । এ ক্ষেত্রে ডব্লিউ এইচ মোরল্যান্ড , বাডেন পাওয়েল, জে সি সিনহা, ডি আর গ্যাডগিল, হোল্ডেন ফারবার, সারদা রাজু, ভি কে আর ভি রাও, ভেরা আনস্তি প্রমুখ ঐতিহাসিক দের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে ।এই পর্বে ১৯২৬ London School of Economicsএ 'Economic History Society' গড়ে ওঠে । যার অন্যতম ফলশ্রুতি হল 'Economic History Review'. ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'Economic History Association'. এখান থেকেই প্রকাশিত হয় –Journal Of Economic History. বলা বাহুল্য ভারতবর্ষের ইতিহাস চর্চার নুতন দিগন্ত দেখা যায় ১৯৫০ এর দশক থেকে । যেখানে ঐতিহাসিক নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিনহা ইতিহাস চর্চার এক নুতন ধারা নিয়ে এলেন (Historian as an Archivist). তাঁর তিন খণ্ডে Economic History Of Bengal (1757-1848). প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ থেকে ১৯৭২ সালের মধ্যে, যাকে ইতিহাস চর্চার এক মোড় বলা যেতে পারে । তিনি অর্থনৈতিক ইতিহাসের গবেষণার নুতন ধারা তৈরি করে উদবুদ্ধ করলেন পরবর্তী প্রজন্মকে। যেখানে ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠি, তপন রায় চৌধুরী , অশীন দাশ গুপ্ত, নীলমণি মুখোপাধ্যায়, বিনয় ভূষণ চৌধুরী , অরুন দাশ গুপ্ত, কীর্তি নারায়ণ চৌধুরী , প্রমুখের নাম উল্লেখ যোগ্য । উল্লেখ্য অর্থনৈতিক ইতিহাস চর্চার এই কাল পর্বে মার্কসীয় দৃষ্টি ভঙ্গি গড়ে উঠে

ছিল । বলাবাহুল্য জাতীয়তাবাদী তাত্ত্বিক দের বিপরীত মেরুতে গিয়ে মার্কস বাদী ঐতিহাসিকরা অর্থনৈতিক ইতিহাসের নুতন ব্যাখ্যা এই পর্বে প্রদান করেন ।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে, ১৯৫০ ও ১৯৬০ এর দশকে ইতিহাস চর্চার জগতে এক ধরনের ফের বদল লক্ষ্য করাযায় । ইংলন্ডের বামপন্থি ঐতিহাসিক ক্রিস্টোফার হিল, এরিক হবসবম, এবং সর্বোপরি ই পি থমসন,এর 'The Making of The English Working Class' নতুন সামাজিক ইতিহাস (New Social History) এর যে ধারা গড়ে তুলে ছিল, সেখানে ইতিহাস কে 'History From Below'- এই দৃষ্টিকোনে দেখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় । পাশাপাশি কাল মার্কসের প্রভাবে ইতিহাসের ফের বদলের পিছনে অর্থনৈতিক কারন খুঁজবার একটা ঐতিহাসিক ধারাও ছিল । (The possibility of historical change depends upon the changes in the means of production) যার অন্যতম প্রতিনিধি ছিল রজনী পাম দত্ত (India Today). এছারা ভুপেন্দ্র নাথ দত্ত, এ আর দেশাই, মানবেন্দ্র নাথ রায় প্রমুখরা মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির এক আঙ্গিক গড়ে তোলার চেস্টা করেন । ঔপনিবেশিক শাসনের কিছু নির্দিষ্ট ঝোঁক বা প্রবনতাকে সমালোচনা করার যে জাতীয়তাবাদী ঐতিহ্য দাদাভাই নওরজির Poverty and un-British rule in India (1876) তে বিধৃত , মার্কস বাদী ঐতিহাসিকেরা বিশেষত রজনী পাম দত্ত তাঁর India Today গ্রন্থে তাঁকে অনেকটাই সমৃদ্ধ করে ছিল । অন্য দিকে ইতিহাস চর্চার ফেরবদল এবং সেখানে মার্কসীয় মতাদর্শের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত বিষয়ে ঐতিহাসিক সুমিত সরকার মন্তব্য করেছেন যে – "The change in historical sensibilities emerged from the 'conjuncture of the 1950s and 1960s, marked by a strong and apparently growing left presence in Indian political and intellectual life…it was not mainstream British or American historiography, not even writings on South Asian themes, but a journal like past and present, the transition debate, and the work of historians like Hill, Hobsbawm and Thomson…appeared most stimulating to Indian scholars exploring new ways of working at history" [৩] অবশ্য ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব মনে করেন মার্কসীয় মতাদর্শ ১৯৩০ এর দশকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ছিল এবং দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের মধ্যবর্তী পর্যায়ে সামাজিক কাঠামো ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে নতুন উপাদান ও মাত্রা যোগ করেছিল।

যাইহোক আমরা যদি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস তথা অর্থনৈতিক ইতিহাসের দিকে তাকাই, দেখবো সেখানেও মার্কসীয় চিন্তা ধারার অবদান অনস্বীকার্য যেখানে মার্কসীয় চিন্তা ধারা প্রাচীন ভারতীয় অর্থনীতিকে এশিয় উৎপাদন ব্যাবস্থার তত্ব অর্থাৎ পরিবর্তন বিমুখ, আবদ্ধ ও জড়বৎ সমাজ ব্যাবস্থার কথা বলা হয়েছে। গ্রামীন সমাজ সেখানে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীন এবং জমিতে ব্যাক্তি গত মালিকানার অনুপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করি । উল্লেখ্য মার্কসীয় মতাদর্শের প্রভাবে ভারতীয় ঐতিহাসিকেরা ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার দিকে নজর দিয়ে ছিলেন। এক্ষেত্রে ভুপেন্দ্র নাথ দত্ত, অতীন্দ্র নাথ বোস, রামশরন শর্মা এবং সর্বপরি ডি ডি কোশাম্বির নাম প্রনিধান যোগ্য । প্রাচীন ভারতের আর্থ- সামাজিক ইতিহাস পুনরুদ্ধার ভুপেন্দ্র নাথ দত্ত মার্কসীয় মতাদর্শের দ্বারা অনুপ্রানিত হয়েছিলেন, তিনি তাঁর – 'Studies in Indian Social Polity' এবং ' Dialectics of land Economics in India'গ্রন্থে সামন্ত প্রথার উদ্ভব ও বিকাশ এবং বিভিন্ন স্তর নিয়ে আলোচনায় মার্কসীয় মতাদর্শ অর্থাৎ শ্রেণী সংঘর্ষের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি মনে করেন যে সামন্ত তান্ত্রিক ব্যাবস্থার কারনে ভারতীয় কৃষকরা সর্বদা শোষিত হত । এমনকি অতিন্দ্র নাথ বসুর –'Social and Rural Economy of Northern India' গ্রন্থের কথাও বলা যেতে পারে । যেখানে তিনি মার্কসীয় মতাদর্শ দ্বারা প্রাভাবিত হয়েছিলেন । মার্কসীয় মেথডলজি ব্যাবহার করে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস চর্চা কে সমৃদ্ধ করে ছিলেন প্রবাদ প্রতিম ঐতিহাসিক দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বি তাঁর কাছে সকল ইতিহাসই ছিল মূলত অর্থনীতির ইতিহাস ।ঐতিহাসিক রনবীর চক্রবর্তীর মতে –" উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে যুগে যুগে যে বদল ঘটে তাই কোশাম্বির কাছে ইতিহাস "।[৪] বলাযেতে পারে ঐতিহাসিক ডি ডি কোশাম্বি শুধু মার্কসীয় দৃষ্টি ভঙ্গি দ্বারা ইতিহাস কে দেখলেন না , তিনি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের পরিবর্তনশীল চরিত্র বিষয়ে তুলে ধরেন । এমনকি তিনি নৃতত্ব, গণিত, সংখ্যা তত্তের প্রয়োগ দ্বারা ভারতীয় ইতিহাসের বস্তুবাদী বিশ্লেষন করেছিলেন । গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় এই যে মার্কস বাদে বিশ্বাসী হওয়া সত্বেও মার্কসের সব সিধান্ত তিনি সমর্থন করেননি । 'ভারতীয় সমাজের কোন ইতিহাস নেই, অন্তত জানা এমন কোন ইতিহাস নেই '- মার্কসের এই ধারনাকে কোশাম্বি ভ্রান্ত প্রমাণ করেন । সর্বোপরি এশিয় উৎপাদন ব্যাবস্থা প্রাচ্যের গতিহীনতা বলে মার্কসের বক্তব্য তিনি গ্রহন করেননি । তিনি মনে করেন যে লাঙ্গলের ব্যাবহার প্রমাণ করে যে, উৎপাদন ব্যাবস্থা জড়বৎ ছিলনা, পরিবর্তনশীল ছিল । তাঁর দশটি

অধ্যয়ে বিভক্ত-'An Introduction to the study of Indian History'ভারতীয় ইতিহাস চর্চার নতুন মেথডলজির জন্ম দিয়েছিল । এমনকি Historical materialism ব্যবহারের পুরাধা ব্যাক্তিত্বও তিনিই ছিলেন । তাঁর মুল বক্তব্য হল – কোন রাষ্ট্রের বা সাম্রাজ্যের রাজা সম্পর্কে জানার থেকে বেশি জরুরি হল সেই অঞ্চলের মানুষেরা লাঙ্গলের ব্যাবহার জানত কিনা । তিনি মনে করেন রাজতন্ত্রের ধরন নির্ভর করে সম্পত্তি সম্পর্কের উপর (উদ্বৃত্ত উৎপাদন), এর বিপরীত টা কখনই নয় । বলা যেতে পারে ইংলান্ডের জোশেপ নিডহাম বা জর্জ থমসন এর মত ব্যাক্তি চৈনিক বা গ্রীক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে মার্কসবাদ প্রয়োগে যে ভারসাম্য এনেছিল, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সেই কৃতিত্ব ছিল ঐতিহাসিক ডি ডি কোশাম্বির । ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার কোশাম্বির প্রাকরনিক কৌশল (methodological innovation) এর অনন্যতা সম্পর্কে অভিমত পোষণ করেন যে, " The outstanding expononent of the Marxist interpretation of Indian history in all its complexities and the one, who ushered in a paradigm shift in the study of ancient history, was D.D. Kosambi"[৫]

ঐতিহাসিক ডি ডি কোসাম্বি ভারতীয় সামন্ত প্রথা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ প্রদানের মাধ্যমে ভারতের আদি মধ্য যুগের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছিল। তারই ফলশ্রুতি পাওয়া যায় রামশরণ শর্মার বিখ্যাত গ্রন্থ ' Indian feudalism'(300-1200 AD) । ভারতীয় অর্থনীতির প্রাচীন আমলে গতিহীন ছিল না, তাতে উত্থান পতন ও বিকাশ উপস্থিত ছিল, টা প্রধানত কোসাম্বি ও শর্মার কৃতিত্ত। সামন্ত প্রথার উদ্ভব বিষয়ে শর্মার মত হল- ভারতীয় ইতিহাসে আদিপর্বের অবসান ঘটিয়ে আদি মধ্যযুগের আবির্ভাব ঘটায়[৬]। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের বিকাশ নিয়ে যে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছিল ১৯৬৫ সালে ইন্ডিয়ান ফিউডালিসম(Indian Feudalism) বইটি প্রকাশের পর তা ঐতিহাসিক হরবনস মুখিয়া ইতিহাস কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁর সভাপতির ভাষণে শর্মার আদি-মধ্যযুগের ভারত(৬০০-১২০০ খ্রী) সম্পর্কে সামন্ততন্ত্রের ধরনাটিকে সমস্যায়িত করেন, যা ১৯৮১ সালে জার্নাল অফ পেজেন্টস স্টাডিস এ প্রকাশিত হয়। তিনি মূলত ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আদি-মধ্যযুগের ভারতীয় ভূমি সম্পর্কের একটা বড় পার্থক্য লক্ষ্য করেছিলেন। ইউরপীয় সামন্ততন্ত্র যে অর্থে একটি ম্যানর প্রথা, সে অর্থে ভারতে কোনো তুলনীয় প্রতিরূপ পাওয়া যাবে না। ইউরোপীয় ম্যানারে ভূমিদাসদের বাধ্যতামূলক শ্রমদানের যে ব্যবস্থা ছিল তা ভারতীয় ব্যবস্থা ছিল না[৭]। ইরফান হাবিবও ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে Labour Rent কে দেখেছেন, ভারতীয় ব্যবস্থা যার পরিবর্তে কৃষক সরাসরি খাজনা দিত, Labour Rent এর কোনো প্রয়োজন ছিল না। এমনকি তিনি মনে করেন ভূমিদাসত্ব একেবারে অনুপস্থিত না হলেও ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থায় তা কখনোই খুব বড় ব্যাপার ছিল না।

অন্যদিকে মধ্যযুগের ভারত বিষয়ে মার্ক্সীয় ঐতিহাসিক ইরফান হাবিবের ইতিহাস চর্চায় কৃষক, কৃষি অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও গ্রামীণ জীবন প্রাধান্য পেয়েছে। মার্ক্সীয় মতাদর্শ দ্বারা মধ্যযূগীয় ইতিহাস চর্চার যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল তাঁর অন্যতম দিক হল শাসক শ্রেণী কর্তৃক Material Condition এর উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ। তাঁর রচিত ' The Agrarian system of Muhgal India'(1963) গ্রন্থটি মোগল যুগের কৃষি অর্থনীতি ও গাম সমাজ সম্পর্কে একটি মাইল ফলক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। মুঘল যুগে কৃষি কাঠামো নিয়ে আলোচনায় ইরফান হাবিবের মূল বক্তব্যের নিহিত অর্থ হল মার্ক্স কর্তৃক 'অপরিবর্তনশীল গামসমাজ' এর বক্তব্যের বিরোধিতা। বার্ণিয়ের মত ইউরোপীয় পর্যটকরা মনে করতেন রাষ্ট্রি ছিল সব জমির মালিক। সেক্ষেত্রে কৃষকদেরকে রাষ্ট্রকে ভাড়া দিতে হত। ইরফান হাবিবের মতে rent বা ভাড়া মুঘল রাষ্ট্র নগদ অর্থে চাওয়ার কারণে খাদ্যশস্য যেমন কৃষকদের বিক্রি করতে হত তেমনি বানিজ্যিক ও নগদি ফসলের উৎপাদনও বেড়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই Asiatic mode of production এর ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। মূলত পণ্য বাজারজাত (commodification) হোয়ার ফলে সমাজের স্তরায়ন- ধনী, গরিবের ভেদ বেড়েছিল। এমনকি তিনি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তি ব্যবহারের কথা বলেছেন।[৮] যাই হোক তার মতে মোগল রাষ্ট্র টিকে ছিল রাষ্ট্র ও কৃষোকের একটি সমঝোতার মধ্যে দাঁড়িয়ে। কিন্তু শাসক শ্রেনীর ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে খাজনার যোগানের ক্রমবর্ধমান ফারাক যে জায়গিরদারি সঙ্কট সৃষ্টি করেছিল, ফলে এই সমঝোতা ভেঙে যায়। তাই মুঘল রাষ্ট্র ব্যবস্থার শেষ পর্যআয়ে কৃষক বিদ্রোহ দেখা গিয়েছিল যা মুঘল পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল।

১৯৬০ ও ৭০ এর দশকেই ' Economic and political weekly' তে কৃষি অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত একাধিক প্রবন্ধতে জরুরী কিছু প্রসঙ্গ ইরফান হাবিব উত্থাপন করেছিলেন। এগুলর মধ্যে অন্যতম ছিল- ' The Agrarian causes of the downfall of the Muhgal empire', 'The distribution of zambad property in pre-British India',' The potentialities of capitalist development in Muhgal

India' ইত্যাদি নিবন্ধ গুলিতে একদিকে যেমন তিনি 'Asiatic mode of production' এর বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছেন তেমনি ব্রিটিশ ভারতের পুঁজিবাদের বিকাশের প্রতিবন্ধকতা গুলিকে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর বক্তব্য ছিল যে মুঘল যুগে বাণিজ্য পুঁজির যথেষ্ট বিকাশ ঘটলেও বাণিজ্য পুঁজি রাষ্ট্রের সাথে অঙ্গাঙ্গীকভাবে সম্পৃক্ত থাকার কারণে তাঁর পরজীবি ভূমিকা পরিত্যাগ করতে পারেনি। ফলে মুঘল রাষ্ট্রের পতন ঘটলে বাণ্যজ্য পুঁজিও শীর্ণতাপ্রাপ্ত হয়।

অন্যদিকে আধুনিক ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের ক্ষেত্রেও মার্ক্সীয় মতাদর্শের বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায় যেখানে mode of production debate, এর পাশাপাশি Industrialization, De-industrialization, Economic Drain প্রভৃতি বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হতে থাকে।[৯] এবিষয়ে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত, দাদাভাই নৌরজী, এম জি রাণাডে প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী প্রবক্তাদের রচনাবলী গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ঐতিহাসিক বিপানচন্দ্র তাঁর 'The Rise and growth of economic Nationalism in India' (1966) গ্রন্থে এইসব জাতীয়তাবাদী তাত্বিকদের অর্থনৈতিক মতাদর্শ পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর মতে –" The main point of their economic ideas was the economic drain, which in simple words implied the constant flow of wealth from India to Great Britain in the form of excess of exports over imports".[১০] অবশ্য ১৭৮৯ সালে সৈয়দ গোলাম হুসেন তাঁর সিয়ার উল মুতাখারিন –এ প্রথম সম্পদ নিষ্কাশনের বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ১৯০৩ সালে মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত সুব্রহ্মন্য আইয়ার –এর 'Some Economic Aspects of British Rule in India' গ্রন্থে সরাসরি দারিদ্র্য সীমার কথা তুলে ধরেছেন। বিপান চন্দ্র তাঁর অপর রচনা ' Nationalism and colonialism in India' (১৯৮৭) তে দেখিয়েছেন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ভারতবর্ষে আধুনিক পুঁজিবাদের প্রতিষ্ঠা হয় এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এই পুজিবাদ আরো শক্তিশালী হয়েছিল। যার সাথে বিদেশী পুজিবাদের লেজুরবৃত্তি দেখা যায় না, অন্যদিকে ১৯৪০ সালে প্রকাশিত 'India Today' গ্রন্থে ঐতিহাসিক রজনী পাম দত্ত মার্ক্সীয় মতাদর্শ ভারতবর্ষের উপর ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব সম্পর্কে যে বিশ্লেষন করেছে তাঁর পরিবর্ধণ করে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির শোষণে তিনটি স্তর দেখান- মহাজনী বা বৈশ্য পুঁজির যুগ(১৭৫৭-১৮১৩ খ্রী), মুক্ত বাণিজ্যের যুগ (১৮১৩-১৮৫৭ খ্রী), বাণিজ্যপুঁজির যুগ(১৮৫৮-১৯৪৭ খ্রী)[১১]। উল্লেখ্য বাণিজ্য পুঁজির যুগে(finance capital) হোমচার্জ ছাড়াও রেলপথ নির্মাণজনিত পুঁজির উপর সুদ, সরকারি ঋণ প্রভৃতি বাবদ বিপুল পরিমাণ পুঁজি ইংল্যান্ডে নিবেশিত হয়েছিল।রজনী পাম দত্ত মনে করেন বিংশ শতকে যখন ইংল্যান্ডের শিল্পজাত পণ্য ভারতে তাঁর বাজার হারাচ্ছিলো, তখন এটাই ছিল সাম্রাজ্যবাদী শোষণের নতুন তারিকা। মার্ক্সবাদে অর্থনীতি বা উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তির উপরেই মতাদর্শের কাঠামো দাঁড়িয়ে থাকে, সেই কারণেই রজনী পাম দত্ত বা অন্যান্য সাবেক মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিকেরা মনে করতেন যে আধুনিক শিল্পভিত্তিক সমাজ তৈরি হলে আদিম যুথমনস্তত্ব (যার থেকে সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ জন্ম নেয়)- তার অবসান ঘটবে । এইভাবে অর্থনীতির প্রতিটি পরিবর্তনের সাথে মতাদর্শের সরাসরি সাদৃশ্য খোঁজাকে 'economism' বলা হয়ে থাকে।

অন্যদিকে ঊনবিংশ শতকের অবশিল্পায়ন বিতর্ক বিষয়ে যে মার্ক্সবাদী বিশ্লেষন দেখা যায় তাঁর অন্যতম প্রধান ছিলেন অর্থনীতিবিদ অমিয় কুমার বাগচি । বুকানন-হ্যামিল্টন রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে 'The industrialization in gangetic Bihar 1809-1901' শীর্ষক নিবন্ধে তিনি গাঙ্গেয় বিহারের কয়েকটি জেলায় ১৮০৯-১৯০৯ এই সময়সীমার মধ্যে অবশিল্পায়ণ প্রক্রিয়া বিশ্লেষন করে দেখিয়েছেন যে অবশিল্পায়নের প্রধান কারণ হল তাঁত শিল্পের অবনতি এমনকি অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পও সংকুচিত হয়ে গিয়েছিলো এই পর্বে। বিংশ শতকের তাঁর শিল্পায়ণ সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত রচনা হল ' private investment of India 1900-1939' (১৯৭২ সাল)। কেইনসের মাইক্রো ইকোনমিক্সের দ্বারা বিংশ শতকের শিল্পায়ন সংক্রান্ত আলোচনায় দেখিয়েছেন যে ---"…before the first world it was the governmental policy of free trade, and after the war it was the general depression in the capitalist system combined with the halting and piecemeal policy of tariff protection adopted by the Government of India, that limited the rate of investment in modern industry"[১২]। ১৯৬০ ও ৭০ এর দশকে মার্ক্সীয় ভাবধারায় ভারতীয় সমুদ্র বাণিজ্যের ইতিহাস নিয়ে নতুন পথ দেখান ঐতিহাসিক অশীন দাশগুপ্ত।

যাই হোক ১৯৫০ ও ৬০ এর দশকে ইতিহাস চর্চার যে ফের বদল ঘটেছিল, সেখানে জাতীয়তাবাদী অর্থনৈতিক ইতিহাস ও মার্ক্সীয় অর্থনৈতিক ইতিহাসের মধ্যে একধরনের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা গিয়েছিলো, যাকে ঐতিহাসিক সুমিত সরকার 'Left Nationalist- Marxist consensus' বলেছেন। তাঁর মতে-"…the example of economic history indicates, there was considerable scope in modern Indian history for a kind of left nationalist Marxist consensus which at least in retrospect, seems to have characterized middle class Indian intellectual life during those decades".[১৩]

- তথ্যসূত্র

১/ রনবীর চক্রবর্তী, প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে, কলকাতা,১৯৩৮ বঙ্গাব্দ। পৃ-১৪-১৫

২/এন কে সিনহা,' ভারতবর্ষের ব্রিটিশ যুগের ইতিহাসের ক্রমবিকাশ (১৭৫৭-১৯৪৭)'

৩/Sumit Sarkar, "The many worlds of Indian History" in his Writing Social History,(Delhi, 1997, pp. 37)

৪/ রনবীর চক্রবর্তী, প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে, কলকাতা,১৩৯৮ বঙ্গাব্দে, পৃ-১৮

৫/Romila Thapar, "Early Indian History and the leagucy of D.D. Kosambi",(Rejonance, june-2011, pp.553-554)

৬/D.D. Kosambi, "Stages of Indian History" in his combined methods in indology and other writings (Delhi,2002); R.S. Sharma, Indian Feudalism(Calcutta, 1965)

৭/T.J. Byres and Harbans Mukhia(ed), Feudalism and Non-European Societies,(Landon,1985)

৮/Irfan Habib, "Technology in Medieval India c.650-1750", 2008

৯/Utsa Patnaik(ed.) "Agrarian relations and accumulation the 'mode of production' Debate in India,(Delhi, 1990)

১০/Bpan Chandra, "The Rise and growth of Economic Nationalism in India",(Anamika publishers and distributors(p)LTD, 1966,)

১১/Rajani Pulm Dutta, India Today, People publishing house PVT, LTD,1940

১২/ Amiya Kumar Bagchi, "Private Investment in India 1900-1939", (Cambridge, 1972, pp. 19.)

১৩/ Sumit Sarkar, "The many Worlds of Indian History" in his Writing Social History, (Delhi, 1997,pp.39)